

THE BOOK OF ENOCH

একটি বিদ্যায়িত প্রতিবেদন



রচয়িতা

হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অযত্ন
তোমাদেরকে
অভাবের
ও
দুখায়

আর তোমাদেরকে অশ্লীল কাজ
করতে তাগাদা দেয়।

[সূরা আল বাক্বারাহ-২৬৮]

বুক অফ ইনোক: একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন

বুক অফ ইনোক, যা ১ ইনোক নামেও পরিচিত, একটি প্রাচীন ইহুদি অ্যাপোক্যালিপটিক ধর্মীয় গ্রন্থ। এটি ঐতিহ্যগতভাবে বাইবেলের চরিত্র ইনোকের (নোহের প্রপিতামহ) লেখা বলে বিবেচিত, যিনি জেনেসিস পুস্তকে ঈশ্বরের সঙ্গে হেঁটেছিলেন এবং মৃত্যু ছাড়াই স্বর্গে নীত হয়েছিলেন।

তবে, আধুনিক পণ্ডিতরা সর্বসম্মতভাবে এটিকে একটি ছদ্মনামীয় (pseudepigraphal) কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার অর্থ এটি বাইবেলীয় ইনোকের দ্বারা লেখা হয়নি, বরং কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা রচিত হয়েছে।

এই গ্রন্থটি একক কোনো বই নয়, বরং বিভিন্ন লেখার একটি সংকলন যা পরে একত্রিত করা হয়েছে। বুক অফ ইনোকের রচয়িতা হিসেবে ইনোকের মতো একজন সম্মানিত বাইবেলীয় ব্যক্তিত্বের নাম ব্যবহার করা হয়েছে, যিনি "ঈশ্বরের সাথে হেঁটেছিলেন" এবং স্বর্গে নীত হয়েছিলেন।

এই আরোপ গ্রন্থটিকে একটি বিশেষ কর্তৃত্ব প্রদান করেছে, যা এর বিষয়বস্তুকে প্রাচীন সম্প্রদায়গুলির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, আধুনিক পণ্ডিতরা এটিকে ছদ্মনামীয় হিসেবে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও, এটি প্রাথমিক ইহুদি ও খ্রিস্টান চিন্তাধারায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল, এমনকি নিউ টেস্টামেন্টের জুড পুস্তকে এর সরাসরি উদ্ধৃতিও রয়েছে।

এই পরিস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে: কীভাবে একটি বিতর্কিত রচয়িতা সম্পন্ন গ্রন্থ এত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রভাব অর্জন

এটি দ্বিতীয় মন্দির যুগের সত্য ও কর্তৃত্বের একটি ভিন্ন জ্ঞানতত্ত্বকে নির্দেশ করে, যেখানে ছদ্মনামীয় রচনা নতুন ধর্মতাত্ত্বিক ধারণাকে, বিশেষত অ্যাপোক্যালিপটিক ধারণা, প্রাচীন, সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের সাথে যুক্ত করে গুরুত্ব প্রদান করতে পারত।

এটি প্রাথমিক ধর্মীয় ঐতিহ্যগুলিতে ক্যানন গঠন এবং পাঠ্য কর্তৃত্বের গতিশীল প্রকৃতিকেও তুলে ধরে। গ্রন্থটি দ্বিতীয় মন্দির যুগে (খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টীয় ৭০ অব্দ) রচিত হয়েছিল। এই সময়কাল ইহুদি জনগণের জন্য বিদেশি শাসন, যেমন সেলুসিড সাম্রাজ্য, এবং অভ্যন্তরীণ সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দ্বারা চিহ্নিত ছিল।

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংঘাতও এই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। পণ্ডিতরা উল্লেখ করেছেন যে বুক অফ ইনোকের বিষয়বস্তু এবং এর প্রভাবশালী উপস্থিতি এই ধারণার প্রমাণ যে, দ্বিতীয় মন্দির যুগে প্যালেস্টাইনে একক কোনো ইহুদি ধর্ম প্রচলিত ছিল না, বরং একাধিক ইহুদি ধর্মীয় গোষ্ঠী ও চিন্তাধারা একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করছিল।

এই গ্রন্থটি কেবল একটি ধর্মীয় পাঠ্য নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল যা ইহুদি সম্প্রদায়গুলির বাহ্যিক চাপ (যেমন হেলেনিস্টিক প্রভাব) এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাতের প্রতি তাদের বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত করে।

এর অ্যাপোক্যালিপটিক প্রকৃতিকে একটি অস্থির যুগে দুর্ভোগকে বোঝা এবং ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের প্রত্যাশার জন্য একটি ধর্মতাত্ত্বিক কাঠামো হিসাবে দেখা

এই খণ্ডাংশগুলি সেই অংশগুলির খ্রিস্টপূর্ব যুগের তারিখ নিশ্চিত করে এবং একটি জুডীয় উৎসের ইঙ্গিত দেয় । ডেড সি স্ক্রোলস খণ্ডাংশের (বিশেষত আরামাইক) আবিষ্কার পণ্ডিতদের গবেষণায় একটি বড় পরিবর্তন এনেছিল, যা এর প্রাচীনত্ব এবং দ্বিতীয় মন্দির যুগে এর ব্যাপক ব্যবহার প্রমাণ করে ।

বর্তমানে, বুক অফ ইনোকের সম্পূর্ণ পাঠ্য কেবল গে'এজ অনুবাদে টিকে আছে । গ্রিক খণ্ডাংশও বিদ্যমান, যেমন ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোডেক্স প্যানোপলিটানাস, ভ্যাটিকান খণ্ডাংশ, চেস্টার বিটি প্যাপিরাই XII, অক্সিরিংকাস প্যাপিরাই ২০৬৯ ।

ইথিওপীয় অনুবাদকে মূল আরামাইক/সেমিটিক সংস্করণের সবচেয়ে নিকটবর্তী রেকর্ড বলে মনে করা হয় । বুক অফ ইনোকের "পুনরাবিষ্কার" আধুনিক বাইবেলীয় গবেষণার জন্য একটি অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে । এটি "ইথিওপীয় খ্রিস্টধর্মের বাইরে কার্যত অজানা ছিল যতক্ষণ না জেমস ব্রুস ১৭৭৩ সালে আবিসিনিয়া থেকে তিনটি অনুলিপি নিয়ে আসেন" ।

এর প্রথম ইংরেজি অনুবাদ ১৮২১ সালে হয় , এবং ১৯১৩ সালের আর. এইচ. চার্লসের অনুবাদ এটিকে বাইবেলীয় গবেষণার নজরে আনে । ১৯৪৬-৪৭ সালে ডেড সি স্ক্রোলস খণ্ডাংশের আবিষ্কার এর গুরুত্বকে আরও দৃঢ় করে ।

জন কলিন্স উল্লেখ করেছেন যে ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এর প্রকাশনা "দ্বিতীয় মন্দির যুগের সাহিত্য অধ্যয়নের প্রধান প্রেরণা" ছিল ।

এই ঘটনাপ্রবাহ (১৮শ শতাব্দীর পুনরাবিষ্কার, ১৯শ শতাব্দীর অনুবাদ, ২০শ শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার) নির্দেশ করে যে বুক অফ ইনোকের বিস্মৃতি থেকে একাডেমিক খ্যাতিতে আগমন কেবল একটি হারিয়ে যাওয়া পাঠ্য খুঁজে পাওয়ার বিষয় ছিল না, বরং বাইবেলীয় গবেষণাকে মৌলিকভাবে পুনর্গঠিত করেছিল।

এটি "আন্তঃটেস্টামেন্টাল পিরিয়ড" – ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্টের মধ্যবর্তী সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় বৌদ্ধিক ল্যান্ডস্কেপ – একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যয়নের ক্ষেত্র উন্মোচন করে, যা পূর্বে মূলত উপেক্ষিত ছিল। এই "পুনরাবিষ্কার" কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল না; এটি পণ্ডিতরা কীভাবে বাইবেলীয় উৎস এবং প্রভাবগুলি বুঝতেন তার একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিবর্তন ছিল।

বুক অফ ইনোকের রচনা এবং সংক্রমণের খণ্ডিত ও বহু-স্তরীয় প্রকৃতি একাডেমিক অধ্যয়নের জন্য একটি শক্তি। এটি একাধিক লেখকের দ্বারা কয়েক শতাব্দী ধরে রচিত একটি যৌগিক কাজ, যার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছে।

বিভিন্ন ভাষায় (আরামাইক, হিব্রু, গ্রিক, ইথিওপীয়) এর অস্তিত্ব এবং খণ্ডাংশের আবিষ্কার (ডেড সি স্ক্রোলস) একটি জটিল পাঠ্য ঐতিহ্য নির্দেশ করে। ইথিওপীয় সংস্করণটি সম্পূর্ণ হলেও, এটি পূর্ববর্তী, বেশিরভাগ হারিয়ে যাওয়া, গ্রিক বা আরামাইক পাঠ্যের অনুবাদ। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করে যে এটি একটি একক, অখণ্ড রচনার পরিবর্তে ইনোকিক সাহিত্যের একটি ঐতিহ্য বা সংকলন যা সময়ের সাথে বিকশিত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য (যেমন, গ্রিক বনাম ইথিওপীয়) লিপিকারদের অনুশীলন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মতাত্ত্বিক অগ্রাধিকার এবং পাঠ্য ক্যানোনাইজেশন ও সংরক্ষণের গতিশীল প্রক্রিয়া সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

সারণী ১: বুক অফ ইনোকের পাণ্ডুলিপি এবং সংস্করণ

ভাষা	পাণ্ডুলিপির উৎস/আবিষ্কার স্থান	আবিষ্কার/প্রাপ্তির সময়কাল	প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির তারিখ	গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য
আরামাইক	ডেড সি স্ক্রোলস (কুমরান)	১৯৪৭	খ্রিস্টপূর্ব ৩য়-১ম শতাব্দী (খণ্ডাংশ)	ডেড সি স্ক্রোলসে প্রাপ্ত খণ্ডাংশগুলি এর প্রাচীনত্ব এবং জুডীয় উৎস প্রমাণ করে। এটি মূল ভাষাগুলির মধ্যে একটি।
হিব্রু	ডেড সি স্ক্রোলস (কুমরান)	১৯৪৭	খ্রিস্টপূর্ব ৩য়-১ম শতাব্দী (খণ্ডাংশ)	কিছু খণ্ডাংশ হিব্রু ভাষায় পাওয়া গেছে। এটি মূল ভাষাগুলির মধ্যে একটি।
গ্রিক	আখমিম (মিশর), ভ্যাটিকান, চেস্টার বিটি প্যাপিরাই, অক্সিরিংকাস প্যাপিরাই	১৮৯২ (আখমিম)	খ্রিস্টীয় ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতাব্দী (প্রাচীনতম টিকে থাকা অনুলিপি)	প্রাথমিক টিকে থাকা সংস্করণগুলির মধ্যে গ্রিক অন্তর্ভুক্ত ছিল। আখমিম গ্রিক খণ্ডাংশ ১-৩২ অধ্যায় ধারণ করে।
ইথিওপীয় (গে'এজ)	ইথিওপিয়া	১৮শ শতাব্দী (ইউরোপে পরিচিতি)	খ্রিস্টীয় ১৪শ-১৫শ শতাব্দী (পাণ্ডুলিপি), প্রাচীনতম ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ	একমাত্র সম্পূর্ণ পাঠ্য এই ভাষায় টিকে আছে। ইথিওপীয় অর্থোডক্স তেওযাহেদো চার্চ এটিকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করে।
ল্যাটিন	বিভিন্ন উদ্ধৃতি	-	-	কিছু ল্যাটিন উদ্ধৃতি বিদ্যমান।
কপটিক	-	-	-	কিছু কপটিক খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে।
সিরিয়াক	-	-	-	কিছু সিরিয়াক খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে।

এই সারণীটি বুক অফ ইনোকের জটিল পাঠ্য ইতিহাসের একটি স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ভিজ্যুয়াল সারাংশ প্রদান করে, যা পাঠকের জন্য বিভিন্ন পাঠ্য ঐতিহ্য এবং তাদের উৎসগুলি বোঝা সহজ করে তোলে।

এটি জোর দেয় যে অন্যান্য ভাষায় খণ্ডাংশ বিদ্যমান থাকলেও, পুরো বইটি কেবল ইথিওপীয় ভাষায় সংরক্ষিত ছিল, যা ইথিওপীয় অর্থোডক্স তেওয়াহেদো চার্চের সংরক্ষণে অনন্য ভূমিকা তুলে ধরে। আবিষ্কারের তারিখগুলি দেখায় যে নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি কীভাবে প্রাচীন গ্রন্থগুলির একাডেমিক বোঝাপড়াকে ক্রমাগত নতুনভাবে রূপ দেয়।

কুমরান থেকে আরামাইক খণ্ডাংশের উপস্থিতি তারিখ নির্ধারণ এবং বইটির প্রভাব বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা নিউ টেস্টামেন্টের পাঠ্যের পরে এটি লেখা হয়েছিল এমন যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করে।

বিষয়বস্তু ও মূল আখ্যান

বুক অফ ইনোক পাঁচটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত, যা এর বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তু এবং আখ্যানগুলিকে প্রতিফলিত করে :

- **বুক অফ দ্য ওয়াচার্স (Book of the Watchers) (অধ্যায় ১-৩৬):** এই অংশটি "ওয়াচার্স" নামে পরিচিত পতিত ফেরেশতাদের গল্প তুলে ধরে। এই ফেরেশতারা পৃথিবীতে নেমে আসে, মানবকন্যাদের সাথে নিষিদ্ধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং নেফিলিম (দৈত্য) জন্ম দেয়।

ওয়াচার্সরা মানবজাতিকে নিষিদ্ধ জ্ঞান, যেমন ধাতুবিদ্যা, অস্ত্র তৈরি, জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং প্রসাধনী তৈরি শেখায়, যা মানবতাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও পাপের বিস্তার ঘটায়। ইনোক এই ফেরেশতাদের উপর ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিচার ঘোষণা করেন।

- **বুক অফ প্যারাবেলস (Book of Parables) (অধ্যায় ৩৭-৭১):** সিমিলিটিউডস অফ ইনোক নামেও পরিচিত এই বিভাগটি মূলত এসকাটোলজি (শেষ সময়), আসন্ন বিচারের দর্শন, ধার্মিক ও দুষ্টদের ভাগ্য এবং ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত বিজয়ের উপর আলোকপাত করে। এতে "মনুষ্যপুত্র" (Son of Man) একটি মশীহী চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়, যিনি চূড়ান্ত বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। এটিই একমাত্র অংশ যা কুমরানে পাওয়া যায়নি এবং প্রায়শই এটি খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত বলে মনে করা হয়।
- **অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বুক (Astronomical Book) (অধ্যায় ৭২-৮২):** এই অংশটি মহাজাগতিক বস্তুর গতিবিধি এবং সময়ের ধারণার সাথে সম্পর্কিত। এটি সৌর ক্যালেন্ডারের একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে, এটিকে চন্দ্র ক্যালেন্ডারের সাথে তুলনা করে। এই বিভাগটি মহাজাগতিক শৃঙ্খলা এবং ঐশ্বরিক ব্যবস্থার প্রতি গভীর আগ্রহ প্রতিফলিত করে এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিকে বোঝার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।
- **ড্রিম ভিশনস (Dream Visions) (অধ্যায় ৮৩-৯০):** ইনোকের বন্যা সম্পর্কিত দর্শন এবং ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির ভবিষ্যদ্বাণী এই অংশে অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে মন্দির নির্মাণ, জেরুজালেমের ধ্বংস এবং মশীহী রাজ্য অন্তর্ভুক্ত। এতে "অ্যানিমাল অ্যাপোক্যালিপস"ও (Animal Apocalypse) অন্তর্ভুক্ত, যা রূপকভাবে ইসরায়েলের ইতিহাস বর্ণনা করে।
- **এপিসল অফ ইনোক (Epistle of Enoch) (অধ্যায় ৯১-১০৮):** এটি উপদেশ, নৈতিক শিক্ষা এবং পাপীদের ভাগ্য ও ধার্মিকদের পুরস্কার সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর একটি সংকলন। এই বিভাগটি ধার্মিক জীবনের গুরুত্বের উপর জোর দেয় এবং চূড়ান্ত বিচারের প্রত্যাশায় নৈতিক আচরণের আহ্বান জানায়।

- পরিশিষ্ট (Appendices) (অধ্যায় ১০৬-১০৭): এই সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদগুলি নোহের জন্ম এবং চূড়ান্ত বিচার সম্পর্কিত অতিরিক্ত বিবরণ প্রদান করে ।

বুক অফ ইনোক জেনেসিস পুস্তকের দুটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে: জেনেসিস ৬:১-৪ (ঐশ্বরিক সত্তার মানবদের সাথে যৌন সম্পর্ক, নেফিলিমের জন্ম) এবং জেনেসিস ৫:২১-২৪ (ইনোকের স্বর্গে গ্রহণ)।

ওয়াচার্সদের কর্ম এবং নেফিলিমদের সহিংসতা পৃথিবীর শুদ্ধিকরণের জন্য জেনেসিসের বন্যার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে । এই প্রথম বিচার ভবিষ্যতের বিচারের একটি সতর্কবার্তা হিসাবে কাজ করে ।

এই গ্রন্থটি দানবদের উৎপত্তি, কেন ফেরেশতারা পতিত হয়েছিল এবং কেন বন্যা "নৈতিকভাবে প্রয়োজনীয়" ছিল তা ব্যাখ্যা করে ।

এটি জেনেসিস ৫:২১-২৪ এ ইনোকের সংক্ষিপ্ত উল্লেখকেও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে । এর মাধ্যমে, বুক অফ ইনোক তার মূল শ্রোতাদের জন্য একটি ব্যাপক "মহাজাগতিক ব্যাখ্যামূলক পাঠ্য" হিসাবে কাজ করেছিল,

যা ক্যানোনিকাল জেনেসিসে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়নি এমন গভীর ধর্মতাত্ত্বিক এবং অস্তিত্বগত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করে ।

এটি মন্দতার উৎস, ঐশ্বরিক বিচার এবং মহাবিশ্বের কাঠামোর জন্য একটি বিস্তারিত আখ্যানমূলক কাঠামো সরবরাহ করেছিল, যার ফলে দ্বিতীয় মন্দির যুগের উদ্বোধন এবং আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সুসংগত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে । এটি একটি ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রসারণ প্যাক হিসাবে কাজ করে, যা পূর্ববর্তী শাস্ত্রের অনুভূত অস্পষ্টতাগুলিকে বোধগম্য করে তোলে ।

ইনোকের স্বর্গে গ্রহণ (জেনেসিস ৫:২৪) এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে তার স্বর্গীয় যাত্রা এবং স্বর্গীয় সত্তার সাথে তার সাক্ষাতের বর্ণনা রয়েছে।

তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে গোপন জ্ঞান লাভ করেন, যার মধ্যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ স্বর্গীয় ফলক, নক্ষত্রের গতিবিধি এবং মৃতদের বিশ্রামস্থল অন্তর্ভুক্ত।

তিনি পাপী ফেরেশতাদের জন্য "বিশৃঙ্খল ও ভয়ানক" স্থান এবং অগ্নিময় কারাগার দেখতে পান।

এই স্বর্গীয় যাত্রা এবং দর্শনগুলি পরবর্তী খ্রিস্টান রহস্যবাদ এবং এসকাটোলজিকে প্রভাবিত করেছিল।

বুক অফ প্যারাবেলসে "মনুষ্যপুত্রকে" একটি কেন্দ্রীয় মশীহী চরিত্র হিসাবে উপস্থাপন করা হয় যিনি চূড়ান্ত বিচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

"মনুষ্যপুত্র" শব্দটি এই মশীহী প্রসঙ্গে প্রথম বুক অফ ইনোকেই ব্যবহৃত হয়েছিল।

এই চিত্রটি দানিয়েল ৭:৯ এবং প্রকাশিত বাক্যের বর্ণনার সাথে অনুরণিত হয়, যা প্রাথমিক খ্রিস্টীয় ক্রিস্টোলজিকে প্রভাবিত করেছিল, বিশেষত যীশু কীভাবে তাঁর ভূমিকা বর্ণনা করেছিলেন।

বুক অফ ইনোকে "মনুষ্যপুত্র" ধারণার বিকাশ দ্বিতীয় মন্দির যুগের ইহুদি ধর্ম থেকে প্রাথমিক খ্রিস্টধর্মের মশীহী প্রত্যাশার বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ। এটি নির্দেশ করে যে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব, বিশেষত ক্রিস্টোলজি, শূন্য থেকে উদ্ভূত হয়নি বরং পূর্ব-বিদ্যমান ইহুদি অ্যাপোক্যালিপটিক এবং মশীহী ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

বুক অফ ইনোক একটি সমৃদ্ধ ধারণাগত শব্দভাণ্ডার এবং চিত্রাবলী সরবরাহ করেছিল যা নিউ টেস্টামেন্টের লেখকরা যীশুর পরিচয় এবং ভূমিকা প্রকাশ করতে ব্যবহার করতে পারতেন, যা ক্যানোনিকাল নয় এমন উৎস থেকেও ধর্মতাত্ত্বিক ধারণার একটি স্পষ্ট বংশধারা প্রদর্শন করে।

সারণী ২: বুক অফ ইনোকের প্রধান বিভাগ এবং বিষয়বস্তু

বিভাগের নাম	অধ্যায় সংখ্যা	মূল থিম/আখ্যান	নিউ টেস্টামেন্টের সাথে সম্ভাব্য সংযোগ
বুক অফ দ্য ওয়াচার্স	১-৩৬	পতিত ফেরেশতা (ওয়াচার্স), নেফিলিম, নিষিদ্ধ জ্ঞান, ইনোকের বিচার	জুড ১:৬-৭, ২ পিটার ২:৪-৫ (পতিত ফেরেশতা, বিচার)
বুক অফ প্যারাবেলস	৩৭-৭১	এসকাটোলজি, চূড়ান্ত বিচার, ধার্মিক ও দুষ্কৃতদের ভাগ্য, "মনুষ্যপুত্র"	যীশুর "মনুষ্যপুত্র" উপাধি, প্রকাশিত বাক্য (শেষ সময়ের দর্শন)
অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বুক	৭২-৮২	মহাজাগতিক শৃঙ্খলা, সৌর ক্যালেন্ডার, জ্যোতির্বিজ্ঞান	মহাজাগতিক শৃঙ্খলা এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি বাইবেলীয় জোর
ড্রিম ভিশনস	৮৩-৯০	বন্যা সম্পর্কিত দর্শন, ইসরায়েলের ইতিহাস, মশীহী রাজ্য	পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী, প্রকাশিত বাক্য (ভবিষ্যতের ঘটনা)

এপিসল অফ ইনোক	৯১-১০৮	নৈতিক শিক্ষা, ধার্মিক জীবন, পাপীদের ভাগ্য, ধার্মিকদের পুরস্কার	নীতিশাস্ত্র, বিচার এবং পুরস্কার সম্পর্কিত নিউ টেস্টামেন্টের শিক্ষা
পরিশিষ্ট	১০৬-১০৭	নোহের জন্ম, চূড়ান্ত বিচার	নোহের আখ্যান, চূড়ান্ত বিচার সম্পর্কিত বাইবেলীয় ধারণা

এই সারণীটি বুক অফ ইনোকের জটিল কাঠামোর একটি স্পষ্ট, দ্রুত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে, যা পাঠকদের এর বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তু বুঝতে সাহায্য করে।

এটি প্রতিটি অংশের মূল আখ্যান এবং থিমগুলির একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ উপস্থাপনের সুযোগ দেয়, যা বইটির সামগ্রিক বার্তা এবং ধর্মতাত্ত্বিক অবদান বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন থিম এবং সম্ভাব্য তারিখের পার্থক্য সহ পৃথক বিভাগগুলি তালিকাভুক্ত করার মাধ্যমে, সারণীটি সূক্ষ্মভাবে একাধিক লেখক এবং সময়ের সাথে সংকলনের ধারণাটিকে শক্তিশালী করে, একটি একক, অখণ্ড রচনার পরিবর্তে।

ধর্মতাত্ত্বিক ধারণা

বুক অফ ইনোক তার সমৃদ্ধ এবং বিস্তারিত ধর্মতাত্ত্বিক ধারণার জন্য পরিচিত, যা ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

এঞ্জেলোলজি (Angelology) এবং ডেমনোলজি (Demonology)

– **ওয়াচার্স এবং মন্দ আত্মার উৎপত্তি:** ইনোক এঞ্জেলোলজি এবং ডেমনোলজির অন্যতম প্রাচীন এবং বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে। এটি ওয়াচার্সদের আখ্যান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে, যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, পৃথিবীতে নেমে আসে এবং মানবকন্যাদের সাথে নিষিদ্ধ সম্পর্কে

ওয়াচার্সরা মানবজাতিকে নিষিদ্ধ জ্ঞান, যেমন অস্ত্রবিদ্যা, জাদুবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং প্রসাধনী দান করে, যা মানবতাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং সহিংসতা ও পাপের দিকে নিয়ে যায় ।

এই আখ্যানটি মন্দ ও দুর্নীতির উৎসকে ফেরেশতাদের হস্তক্ষেপের সাথে সম্পর্কিত করে, যা পরে পাপের জন্য মানব দায়িত্বের উপর জোর দেওয়া মূলধারার মতবাদ থেকে ভিন্ন ছিল । এই ধর্মতাত্ত্বিক ভিন্নতা মূলধারার ইহুদি ধর্ম এবং খ্রিস্টধর্মে বুক অফ ইনোকের অ-ক্যানোনিকাল মর্যাদার একটি মৌলিক কারণ তুলে ধরে ।

এটি নির্দেশ করে যে ক্যানোনিকাল সিদ্ধান্তগুলি কেবল রচয়িতা বা প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ছিল না, বরং ধর্মতাত্ত্বিক সামঞ্জস্যের সাথে গভীরভাবে জড়িত ছিল, বিশেষত পাপের প্রকৃতি এবং মন্দের উৎস সম্পর্কিত মূল ধর্মতাত্ত্বিক ধারণাগুলির ক্ষেত্রে ।

বুক অফ ইনোক মন্দের জন্য একটি বিকল্প, আরও বিস্তারিত "উৎস মিথ" প্রদান করেছিল যা শেষ পর্যন্ত বিকশিত মূলধারার আখ্যানগুলির সাথে বেমানান প্রমাণিত হয়েছিল, যা পাপের ফেরেশতা-সৃষ্ট প্ররোচনা ছাড়াই মানবীয় দোষ এবং ঐশ্বরিক সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিল ।

এসকাটোলজি (Eschatology) – শেষ সময়, বিচার এবং মশীহী চিত্র (Son of Man): বুক অফ ইনোকের বেশিরভাগ অংশই অ্যাপোক্যালিপটিক, যা মন্দতার চূড়ান্ত বিচার এবং ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করতে প্রাণবন্ত চিত্র ব্যবহার করে ।

এটি আসন্ন বিচার, ধার্মিক ও দুষ্টিদের ভাগ্য এবং ঐশ্বরিক ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত বিজয়ের দর্শন উপস্থাপন করে । "মনুষ্যপুত্র" একটি কেন্দ্রীয় মশীহী চরিত্র যিনি বিচার কার্যকর করবেন এবং শান্তি ও ন্যায়বিচারের একটি নতুন যুগ নিয়ে আসবেন । এই ধারণাটি প্রাথমিক খ্রিস্টীয় এসকাটোলজি এবং ক্রিস্টোলজিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছিল ।

এটিই প্রথম ইহুদি গ্রন্থ যা মৃতদের ভবিষ্যতের শারীরিক পুনরুত্থানের ধারণা প্রচার করে, যা দানিয়েল পুস্তকেরও পূর্ববর্তী । বইটির অ্যাপোক্যালিপটিক দর্শন, বিচার এবং একজন মশীহী চরিত্রের আগমনের উপর গভীর জোর "গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা" এবং "সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংঘাতের" সময়কালে রচিত হয়েছিল ।

"অ্যাপোক্যালিপস অফ উইকস" ম্যাকাবিয়ান বিদ্রোহের ঠিক আগে লেখা হয়েছিল , এবং সিমিলিটিউডস সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৪০ অব্দের পার্থিয়ান আক্রমণের পরে রচিত । এই শক্তিশালী এসকাটোলজিক্যাল ফোকাস নির্দেশ করে যে বুক অফ ইনোক দ্বিতীয় মন্দির যুগে ইহুদি জনগণের দ্বারা অভিজ্ঞ সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট এবং বিদেশি আধিপত্যের প্রতি একটি ধর্মতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে কাজ করেছিল ।

অ্যাপোক্যালিপটিক সাহিত্য, ঐশ্বরিক বিচার এবং চূড়ান্ত মুক্তির বিস্তারিত দর্শন প্রদানের মাধ্যমে, আশা, দুর্ভোগের বৈধতা এবং ইতিহাসকে ঐশ্বরিকভাবে নির্ধারিত পরিণতির দিকে চালিত করার একটি কাঠামো সরবরাহ করেছিল । এটি একটি বিশৃঙ্খল বিশ্বে নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থবোধের অনুভূতি প্রদান করেছিল,

এই বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছিল যে ঈশ্বর ইতিহাসে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অন্যায়গুলি সংশোধন করবেন। এই দর্শনগুলির বিস্তারিত প্রকৃতি (যেমন, নির্দিষ্ট শাস্তি, ফেরেশতাদের ভূমিকা) বিশ্বাসীদের তাদের বর্তমান বাস্তবতাগুলি নেভিগেট করার জন্য একটি সমৃদ্ধ, আরও কল্পনাপ্রসূত ল্যান্ডস্কেপ সরবরাহ করেছিল।

ধার্মিকতা এবং ঐশ্বরিক বিচারের উপর জোর: বইটির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঐশ্বরিক বিচার এবং ন্যায়বিচারের থিমের উপর নিবেদিত। ওয়াচার্সদের শাস্তি একটি সতর্কতামূলক গল্প হিসাবে কাজ করে।

শেষ সময়ের দর্শনগুলি জোর দেয় যে ঈশ্বর চূড়ান্তভাবে সমস্ত মানবজাতির বিচার করবেন, ধার্মিকদের পুরস্কৃত করবেন এবং দুষ্কৃতদের শাস্তি দেবেন। বিশেষত এপিসল অফ ইনোক, ধার্মিক জীবনের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে, যা বিশ্বস্তদের জন্য পুরস্কার তুলে ধরে।

মহাজাগতিক শৃঙ্খলা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারণা: অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল বুক প্রাকৃতিক জগত এবং ঐশ্বরিক শৃঙ্খলার প্রতি গভীর আগ্রহ প্রতিফলিত করে। এটি সৌর ক্যালেন্ডার বর্ণনা করে, এটিকে চন্দ্র ক্যালেন্ডারের সাথে তুলনা করে, এবং ঈশ্বরের সৃষ্টিকে বোঝার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।

এই ক্যালেন্ডার ব্যবস্থা এবং মন্দের মতবাদ কুমরান সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বকে শতাব্দী ধরে প্রভাবিত করেছিল।

ক্যানোনিকাল মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা

বুক অফ ইনোকের ক্যানোনিকাল মর্যাদা ইহুদি এবং খ্রিস্টান ঐতিহ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন।

ইহুদি এবং মূলধারার খ্রিস্টান ক্যানন থেকে এর বাদ পড়ার কারণ:

- **ইহুদি ধর্ম:** রাব্বিনিক ইহুদি ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে, বুক অফ ইনোককে ধর্মদ্রোহী এবং তোরাহের শিক্ষার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এর প্রাথমিক অংশগুলিতে তোরাহের উপাদান ব্যবহার করা (যেমন, ১ ইনোক ১ ডিউটেরোনমি ৩৩ এর একটি মিদ্রাশ হিসাবে) এবং পতিত ফেরেশতাদের বিস্তারিত বিবরণ এর বাদ পড়ার অন্যতম কারণ ছিল। ইথিওপীয় বেটা ইসরায়েল সম্প্রদায়ই একমাত্র ইহুদি গোষ্ঠী যারা এটিকে ক্যানোনিকাল হিসাবে গ্রহণ করে।

- **মূলধারার খ্রিস্টধর্ম (ইথিওপীয় অর্থোডক্স ব্যতীত):**

1. **ধর্মতাত্ত্বিক অসামঞ্জস্য/মতবাদের ব্যাখ্যার চ্যালেঞ্জ:** বুক অফ ইনোকের পাপের উৎস সম্পর্কিত বর্ণনা, যা ফেরেশতাদের হস্তক্ষেপের উপর জোর দেয়, মানব দায়িত্বের উপর জোর দেওয়া মূলধারার খ্রিস্টীয় শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়। ফেরেশতাদের জড়িত "জটিল মহাজাগতিকতা" এবং "মহাজাগতিক শক্তির দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি" সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছিল।

এর এসকাটোলজিক্যাল দর্শনগুলি, যদিও প্রভাবশালী, গৃহীত খ্রিস্টীয় এসকাটোলজি থেকে ভিন্ন ছিল এবং ব্যাখ্যার চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল।

- **প্রেরিতীয় রচয়িতা/সংযোগের অভাব:** ক্যানোনিকাল পাঠ্যগুলির প্রেরিতীয় উৎস বা প্রেরিতদের সাথে সংযোগের প্রয়োজন ছিল। বুক অফ ইনোক, যা কয়েক শতাব্দী আগে লেখা হয়েছিল, তাতে এই সংযোগের অভাব ছিল।
- **সীমিত ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা:** ইথিওপীয় খ্রিস্টধর্ম ব্যতীত প্রাথমিক খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়গুলিতে এর গ্রহণযোগ্যতা সীমিত ছিল। প্রাথমিক ক্যানোনিকাল তালিকা থেকে এর অনুপস্থিতি বিতর্কিত ছিল না, এবং এটি "শুরু থেকেই বেশিরভাগ গির্জা দ্বারা শাস্ত্র হিসাবে বিবেচিত হয়নি"।
- **ঐতিহাসিক ক্যানোনাইজেশন প্রক্রিয়া:** লাওডিসিয়ার কাউন্সিল (আনুমানিক ৩৬৩-৩৬৪ খ্রিস্টাব্দ) ইনোকের মতো অ্যাপোক্যালিপটিক পাঠ্যগুলিকে বাদ দিয়েছিল। ৪র্থ শতাব্দীর শেষের দিকে, এটিকে ধর্মদ্রোহী বলে গণ্য করা হয়েছিল এবং নিন্দা করা হয়েছিল। লুথার এবং অন্যান্য সংস্কারকরাও এটিকে প্রোটেষ্ট্যান্ট ক্যানন থেকে বাদ দিয়েছিলেন।
- **ক্যানোনিকাল শাস্ত্রের সাথে বিরোধ:** কিছু গির্জার নেতা, যেমন জেরোম এবং অগাস্টিন, এর উৎস এবং ক্যানোনিকাল শাস্ত্রের সাথে অনুভূত বিরোধের কারণে এর অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। অতিপ্রাকৃত সত্তা এবং অ্যাপোক্যালিপটিক থিমগুলির উপর এর জোর এটিকে বিতর্কিত করতে পারে।

ইথিওপীয় অর্থোডক্স তেওয়াহেদো চার্চ কর্তৃক এর ক্যানোনিকাল মর্যাদা এবং এর কারণ: ইথিওপীয় অর্থোডক্স তেওয়াহেদো চার্চ এবং ইরিত্রীয় অর্থোডক্স চার্চই একমাত্র খ্রিস্টান সম্প্রদায় যারা বুক অফ ইনোককে তাদের অফিসিয়াল ধর্মীয় শিক্ষা এবং ক্যাননের অংশ হিসাবে বিবেচনা করে। এই গির্জা দ্বারা এটি সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হয়েছিল।

রোমান বিশ্বে এটি অপ্রচলিত হওয়ার প্রায় একই সময়ে ইথিওপীয় খ্রিস্টানরা এটিকে গে'এজ ভাষায় অনুবাদ করে এবং ইতিহাসের একমাত্র সম্পূর্ণ অনুলিপি সংরক্ষণ করে । এটি ইথিওপীয় ইহুদিদের সাথে ইথিওপিয়ায় আনা একটি ইহুদি বই বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল, যা এটিকে একটি "বৈধ বই" করে তোলে । টারটুলিয়ান এবং অরিগেনের মতো প্রাথমিক চার্চ ফাদাররা এটিকে ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত বলে মনে করতেন ।

এতে "খ্রিস্টের উল্লেখ" রয়েছে । এর থিমগুলি (যেমন ফেরেশতা, বিচার, পুনরুত্থান, মশীহী প্রত্যাশা) বাইবেলীয় ধর্মতত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । ইনোকের শিক্ষার উপর গির্জার জোর ফেরেশতা, বিচার এবং পরকাল সম্পর্কে তাদের বোঝাপড়াকে আকার দিয়েছে ।

মূলধারার ক্যানন থেকে ইনোকের বাদ পড়া স্বেচ্ছাচারী ছিল না বরং "যত্ন সহকারে যাচাই-বাছাই" এর উপর ভিত্তি করে একটি "বিবেচিত রায়" ছিল । তবে, কিছু সূত্র ইঙ্গিত দেয় যে "রাজনীতি ('বিজয়ীরা ইতিহাস লেখে') " একটি ভূমিকা পালন করেছিল । ইথিওপীয় চার্চের অনন্য সংরক্ষণ এবং গ্রহণ অন্যান্য স্থানের প্রত্যাখ্যানের সাথে তীব্র বৈপরীত্য তৈরি করে ।

এটি তুলে ধরে যে ক্যানন গঠনের প্রক্রিয়া ধর্মতাত্ত্বিক সামঞ্জস্য, প্রেরিতীয় কর্তৃত্ব, ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা এবং আঞ্চলিক ঐতিহাসিক ঘটনার একটি জটিল মিথস্ক্রিয়া ছিল । এটি একটি একক, সর্বজনীনভাবে সম্মত প্রক্রিয়া ছিল না, বরং বিকশিত গোঁড়ামি, ভিন্ন ব্যাখ্যা এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা দ্বারা প্রভাবিত একটি গতিশীল প্রক্রিয়া ছিল যা নির্দিষ্ট ঐতিহ্যকে (যেমন ইথিওপীয়) অন্যান্য স্থানে অপ্রচলিত হওয়া পাঠ্যগুলি সংরক্ষণ করতে দেয় । "রাজনীতি" বলতে বিদ্বৈষপূর্ণ

উদ্দেশ্য বোঝায় না, বরং উদীয়মান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ক্ষমতা গতিশীলতা এবং ঐকমত্য গঠনকে বোঝায় যা "অফিসিয়াল" শাস্ত্র কী হবে তা নির্ধারণ করেছিল, অন্যান্য প্রভাবশালী পাঠ্যগুলিকে "অ্যাপোক্যালিপটিক" বা "হুদ্যনামীয়" হিসাবে রেখে দিয়েছিল।

এর সাধারণ বাদ পড়া সত্ত্বেও, বুক অফ ইনোক নিউ টেস্টামেন্টের ক্যানোনিকাল জুড পুস্তকে (জুড ১:১৪-১৫) সরাসরি উদ্ধৃত হয়েছে। এই উদ্ধৃতিটি স্পষ্টভাবে "আদমের সপ্তম ইনোক" এর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করে।

এই সরাসরি ক্যানোনিকাল উদ্ধৃতি সোলা স্ক্রিপচুরা (**sola scriptura**) বা একটি বদ্ধ ক্যাননে কঠোরভাবে বিশ্বাসীদের জন্য একটি অনন্য "ধাঁধা" তৈরি করে। এটি একটি সূক্ষ্ম বোঝাপড়ার জন্ম দেয়: যদিও ইনোকের পুরো বইটি ক্যানোনিকাল নয়, জুড কর্তৃক উদ্ধৃত নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী কে ইনোকের কাছ থেকে প্রামাণিক এবং সত্য বলে স্বীকার করা হয়।

এটি নির্দেশ করে যে প্রাথমিক খ্রিস্টান লেখকরা অ-ক্যানোনিকাল উৎস থেকে নির্দিষ্ট সত্যগুলি গ্রহণ এবং বৈধ করতে পারতেন, তবে সেই উৎসগুলির সম্পূর্ণতাকে ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত শাস্ত্র হিসাবে সমর্থন না করেও। এটি একটি পাঠ্যের সম্পূর্ণ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের পরিবর্তে অনুভূত সত্য বা ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তুর একটি নির্বাচনী বরাদ্দ বোঝায়। এটি ক্যানোনিকাল শাস্ত্রকে আকার দেওয়া গতিশীল বিচার প্রক্রিয়াকেও তুলে ধরে, যেখানে নির্দিষ্ট উপাদানগুলিকে প্রামাণিক বলে গণ্য করা যেতে পারে এমনকি যদি পুরো উৎসটি না হয়।

সারণী ৩: বুক অফ ইনোকের ক্যানোনিকাল মর্যাদা: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

মানদণ্ড	ইহুদি ক্যানন (রাব্বিনিক)	মূলধারার খ্রিস্টান ক্যানন (ইথিওপীয় অর্থোডক্স ব্যতীত)	ইথিওপীয় অর্থোডক্স তেওয়াহেদো চার্চ
রচয়িতা/প্রামাণ্যতা	ছদ্মনামী, তোরাহের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ	ছদ্মনামী, প্রেরিতীয় সংযোগের অভাব	ইনোকের লেখা বলে বিশ্বাস করা হয়, বৈধ বলে বিবেচিত
ধর্মতাত্ত্বিক সামঞ্জস্য	ধর্মদ্রোহী, পতিত ফেরেশতা এবং মন্দের উৎসের বর্ণনা ভিন্ন	পাপের উৎস, ফেরেশতাদের ভূমিকা, দ্বৈতবাদ, এসকাটোলজিক্যাল দর্শনগুলিতে ভিন্নতা	বাইবেলীয় ধর্মতত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, খ্রিস্টের উল্লেখ বিদ্যমান
ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা	ইথিওপীয় বেটা ইসরায়েল ব্যতীত ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান	সীমিত, ৪র্থ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মদ্রোহী বলে গণ্য	সম্পূর্ণভাবে গৃহীত, তাদের ক্যাননের অংশ
ক্যানোনাইজেশন প্রক্রিয়া	তোরাহের শিক্ষার সাথে বিরোধের কারণে বাদ	লাওডিসিয়ার কাউন্সিল (৩৬৩-৩৬৪ খ্রিস্টাব্দ) দ্বারা বাদ, লুথার কর্তৃক প্রত্যাখ্যান	আঞ্চলিক ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক সংরক্ষণের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত
নিউ টেস্টামেন্টে উদ্ধৃতি	প্রযোজ্য নয়	জুড ১:১৪-১৫ এ সরাসরি উদ্ধৃত	জুড পুস্তকে উদ্ধৃত, যা এর বৈধতা সমর্থন করে

এই সারণীটি বুক অফ ইনোকের ক্যানোনিকাল মর্যাদার জটিলতা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে এর গ্রহণযোগ্যতার ভিন্নতা স্পষ্ট করে তোলে। এটি দেখায় যে ক্যানোনাইজেশন একটি বহু-মাত্রিক প্রক্রিয়া ছিল, যা কেবল পাঠ্যের বিষয়বস্তু নয়, বরং এর রচয়িতার দাবি, ধর্মতাত্ত্বিক সামঞ্জস্য এবং ঐতিহাসিক-আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল।

উপসংহার

বুক অফ ইনোক একটি প্রাচীন ইহুদি ধর্মীয় গ্রন্থ যা তার ছদ্মনামী প্রকৃতি সত্ত্বেও ইহুদি ও প্রাথমিক খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এর রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব

৩য় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যে বিস্তৃত এবং এটি একাধিক লেখকের দ্বারা রচিত বিভিন্ন অংশের সংকলন। ডেড সি স্ক্রোলসে এর আরামাইক খণ্ডাংশের আবিষ্কার এর প্রাচীনত্ব এবং দ্বিতীয় মন্দির যুগে এর ব্যাপক প্রচলন প্রমাণ করে। যদিও এর সম্পূর্ণ পাঠ্য কেবল ইথিওপীয় (গে'এজ) অনুবাদে টিকে আছে, এর পাঠ্য জটিলতা প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থগুলির গতিশীল রচনা ও সংক্রমণের একটি মূল্যবান চিত্র তুলে ধরে।

গ্রন্থটির বিষয়বস্তু মহাজাগতিক ব্যাখ্যার একটি সমৃদ্ধ উৎস, যা জেনেসিসের রহস্যময় অনুচ্ছেদগুলিকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে এবং মন্দতার উৎস, ফেরেশতাদের ভূমিকা এবং চূড়ান্ত বিচারের মতো গভীর ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করে। বিশেষত "মনুষ্যপুত্র" ধারণার বিকাশ প্রাথমিক খ্রিস্টীয় ক্রিস্টোলজির একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূরী হিসাবে কাজ করে, যা নিউ টেস্টামেন্টের লেখকদের জন্য যীশুর পরিচয় ও ভূমিকা প্রকাশে একটি ধারণাগত কাঠামো সরবরাহ করেছিল।

বুক অফ ইনোকের ক্যানোনিকাল মর্যাদা তার সবচেয়ে বিতর্কিত দিকগুলির মধ্যে একটি। রাব্বিনিক ইহুদি ধর্ম এবং মূলধারার খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব থেকে এটি মূলত বাদ পড়েছিল, যার কারণ ছিল এর ধর্মতাত্ত্বিক অসামঞ্জস্য (বিশেষত পাপের উৎস এবং ফেরেশতাদের ভূমিকা সম্পর্কিত), প্রেরিতীয় রচয়িতার অভাব এবং সীমিত ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা।

তবে, ইথিওপীয় অর্থোডক্স তেওয়াহেদো চার্চ এটিকে তাদের ক্যাননের অংশ হিসাবে গ্রহণ করে এবং সংরক্ষণ করে, যা ক্যানন গঠনের আঞ্চলিক ভিন্নতা এবং ঐতিহাসিক গতিশীলতার একটি উদাহরণ। নিউ টেস্টামেন্টের জুড পুস্তকে এর

সরাসরি উদ্ধৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা নির্দেশ করে যে প্রাথমিক খ্রিস্টান লেখকরা অ-ক্যানোনিকাল উৎস থেকে নির্দিষ্ট সত্যকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করতে পারতেন, তবে সেই উৎসগুলির সম্পূর্ণতাকে ঐশ্বরিকভাবে অনুপ্রাণিত শাস্ত্র হিসাবে সমর্থন না করেও।

সামগ্রিকভাবে, বুক অফ ইনোক কেবল একটি হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন গ্রন্থ নয়; এটি দ্বিতীয় মন্দির যুগের ইহুদি ধর্মের বৈচিত্র্য, প্রাথমিক খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের বিবর্তন এবং ক্যানোনাইজেশন প্রক্রিয়ার জটিলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। এর অধ্যয়ন প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্যের গতিশীল প্রকৃতি এবং সময়ের সাথে সাথে ধর্মতাত্ত্বিক ধারণার বিকাশকে বুঝতে সাহায্য করে।



সমাপ্ত